দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR..24 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের আবেদন

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বর্তমান চাকুরী বিধি অনুযায়ী একজন থানা শিক্ষা অফিসার ২৫/২৬ বৎসর চাকুরী করিবার পর সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসাবে একই স্কেলে পদোন্নতি পান। আরও কয়েক বসর পর যদি তাহার চাকুরী থাকে তাহা হইলে ডি.পি.ই.ও হইতে পারেন। অপরদিকে কলেজে ৪/৫ বৎসর চাকুরী করিবার পর সহকারী অধ্যাপক হইলে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে সহ-পরিচালক হিসাবে নিয়োগ পাওয়া যায়। ডিপিইওগণের বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণীর সরকারী স্কেলে এন্ট্রি পোষ্টের সিলেকশন গ্রেডের স্কেল (বর্তমান ৬১৫০/- টাকা পূর্বতন ৪১০০/- টাকা)। সরকারী কলেজের একজন সহযোগী অধ্যাপক এই বিভাগে উপ- পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। অবশ্য এই পদে আসিতে তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। এই পদে আসার সাথে সাথে ২০ লক্ষ টাকা দামের গাড়ী এবং ৮/৯টি জেলার ১৫-২০ হাজার অফিসার-কর্মচারীর প্রধান হইয়া বসেন। তাহাদের না থাকে এত বড় একটি সংগঠন পরিচালনার মত প্রশাসনিক যোগ্যতা, না থাকে এই বিভাগ সম্পর্কে সামান্য বাস্তব জ্ঞান। তাই কেরানীর হাতে নিজেকে অসহায়ভাবে সঁপিয়া দেওয়া এবং হম্বিতম্বি করা ছাড়া তাহাদের করার কিছুই থাকে না। দুঃখজনক হইলেও সত্য, ত্রৈমাসিক রিভিউ সভায় একজন ডি.ডি. মন্তব্য করেন, 'আমি তো কিছু জানি না। নতুন আসিয়াছি।' অথচ ২ দিনব্যাপী এই সভাতে প্রাথমিক শিক্ষার শত শত দিক ও বিভাগের আলোচনা -পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

এই বিভাগের অধীনে প্রতি বৎসরই শত শত কোটি টাকার বাস্তবায়ন হয়। কিন্তু বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোন লোক থাকে না। এই কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে কোটি কোটি টাকার অপচয় ছাড়া তেমন কোন ফল আসে না। ব্যর্থতার সকল দায়-দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয় এই বিভাগের প্রাণপাতকারী কর্মকর্তাবৃন্দ তথা ডিপিইও, টি.ই.ও এবং এ.টি.ই.ওগণের উপর। একই সাথে সেই সকল ব্যর্থ প্রকল্পগুলির লোকদের উচ্চতর পদে আত্তীকরণ করা হয়।

এই বিভাগের মূল চালিকা শক্তি যাহারা সেই এ.টি.ই.ও, টি.ই.ও ও ডি.পি.ই.ওগণের উপরে উঠার সকল সিঁড়ি বন্ধ। ফলে তাহাদের সম্মুখে হতাশার কাল মেঘ। অপরপক্ষে উপরের দিকের সকল পদে বহিরাগতদের অধিষ্ঠান এবং তাহাদের চাপাইয়া দেওয়া বাস্তবতা বিবর্জিত সিদ্ধান্তসমূহের দরুন প্রাথমিক শিক্ষার আজ বেহাল অবস্থা," এই বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া বি.সি.এস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বহিরাগত কর্মকর্তাদের অনীহার কারণে তাহা বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধিদপ্তর ও বিভাগীয় দপ্তরসমূহে করণিক ছাড়া প্রায় সকলেই বহিরাগত। এই বহিরাগতদের কাজই হইল জেলা অফিস বা থানা অফিস পরিদর্শনের নামে টোল আদায় করা এবং মাঠ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা সে সব দপ্তরে যাইবার সাথে সাথে তাহাকে নানা বিড়ম্বনা-বিভ্রাটে ফেলা। একজন সৎ সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার জীবনে বিত্তের প্রাচুর্যতা কখনই আশা করিতে পারে না। কায়ক্লেশে চলিলেও দুইটি জিনিসের আশা তাহাকে সমাজে সচ্ছন্দে চলিতে সাহায্য করে। উহাদের একটি হইল সম্মান আর অন্যটি যথাসময়ে তাহার কাজের স্বীকৃতি তথা প্রমোশন। বহিরাগত কর্মকর্তাদের কারণে এক চেয়ারে সারাজীবন চাকুরী করা এই বিভাগের যোগ্য অফিসারদের উপরে উঠার সিঁড়ি তৈরী করিয়া দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বাস্তবতার সহিত সংগতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ কামনা করিতেছি।

জনৈক থানা শিক্ষা অফিসার।